[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আতাউল গনি বলেন, আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। একসাথে এ জেলায় এতজন বিসিএস এ ক্যাডার হয়েছে এটা মেহেরপুরের জন্য গর্ব। আমি ও আমাদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের অন্তিরিক অভিনন্দন জানাই।

এদিকে, মেহেরপুরে বিসিএস এ চুড়ান্ত ১০ জনকে অভিনন্দন জানিয়ে তাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিন’র সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, প্রকাশক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাব পরিবার, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংগঠনিক ব্যক্তিবর্গ।

কাম ফর হিউম্যানিটি’র গাংনী উপজেলা কমিটি গঠন

মেহেরপুরে গাংনী উপজেলা শাখার অরাজনৈতিক ও মানব কল্যাণধর্মী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটি-সিএফএইচ এর কমিটি গঠন। আজ বৃহষ্পতিবার চিৎলা ফার্মে আম্রকাননে এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী ১ বছরের জন্য ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কাম ফর হিউম্যানিটি গাংনী উপজেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সবুজ আহমেদ খানকে সভাপতি ও বিপুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি অনুমোদন দেয় কাম ফর হিউম্যানিটির সভাপতি মামুন অর রশিদ বিজন ও সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ সাজু।

নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি সবুজ আহম্মেদ খান, সহ-সভাপতি শাকিল পারভেজ, শাহরিয়ার আহম্মেদ রিক্ত, চপল আহম্মেদ, মোঃ রকিবুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ বিপুল হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন (চিৎলা), আবু সাঈদ, খাইরুজ্জামান রবিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শিহাবুর রহমান, সোহরাব হোসেন (শানঘাট), মুজাহিদ খান জাহিদ, দপ্তর সম্পাদক মোঃ উমায়ের (অর্ক), উপ-দপ্তর সম্পাদক মোঃ নাসিম, প্রচার সম্পাদক মোঃ সামি উল ইসলাম, উপ-প্রচার সম্পাদক শাহরিয়ার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শশী মণি,

উপ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ নাহিদ হোসেন, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মিঠুন হাসান, সহ-পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আমির হামজা, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক আশিকুজ্জামান, সহ-অর্থ বিষয়ক সম্পাদক তপু রায়হান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শিলা ঊষা, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সুরভী খাতুন, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক শাহিন রেজা (দেবীপুর) সহ-সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক শেহজাদ নূরানী শাওন।

এসময় সংগঠনের সভাপতি মামুন অর রশিদ বিজন নবনির্বাচিত কমিটিকে শক্তিশালী ভাবে গাংনী উপজেলা তথা মেহেরপুর জেলার উন্নয়নে ও তরুণ সমাজকে একত্রিত করে বৃহৎ সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরির আহবান জানান। সেই সাথে আগামী ১ মাসের মধ্যে গাংনী উপজেলার সকল ইউনিটে কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেয়।

তিনি আরও বলেন, কাম ফর হিউম্যানিটি বিগত ২০১৭ সাল থেকে মেহেরপুর জেলার তরুণ ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলা তথা সমগ্র বাংলাদেশের কল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে। নবনির্বাচিত কমিটির জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান কেন্দ্রীয় কমিটি।

কালীগঞ্জে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে কিশোরের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে সাগর (১৫) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। সে কালীগঞ্জ উপজেলার ভাতঘরা গ্রামের বিলায়েত হোসেনের ছেলে। এবার সে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছিল।

আজ বৃহষ্পতিবার সকাল ১০টার দিকে কালীগঞ্জ উপজেলার বুুজিডাঙ্গা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাগর একটি ট্রাক্টরে করে মাটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছিল। এ সময় রাস্তার উপর বিদ্যুতের তার সরাতে গিয়ে বিুদ্যৎ স্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। রায়গ্রাম ইউনিয়নের

চেয়ারম্যান আলী হোসেন অপু বিষয়টি নিশ্চত করেছেন।

করোনাকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ‘ইমিউনিটি পিঠা’

করোনাভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত কোন ওষুধ বা টিকা আবিষ্কার হয়নি। তবে এর আক্রমন থেকে বাঁচতে এখন পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে যে পদ্ধতিটি এখন পর্যন্ত স্বীকৃত, তা হলো ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো। এই চিন্তা থেকেই পুষ্টিবিদদের পরামর্শ আর নিজেদের গবেষণার মাধ্যমে যশোরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আইডিয়া’র কর্মীরা তৈরি করেছেন ‘ইমিউনিটি পিঠা’। যে পিঠায় আছে ডুমুর, কালোজিরা, আদা, অলিভ অয়েল, চিকেন মিটসহ ১২টি ঔষধি মসলা।

আইডিয়া’র প্রধান উপদেষ্টা যশোর সরকারি এমএম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হামিদুল হক শাহীন বলেন, সারা পৃথিবীতেই করোনাভাইরাসের সংক্রমণ মহামারি রূপ নিয়েছে। এ অবস্থায় সহজে দেশের মানুষের ইমিউনিটি কীভাবে বাড়ানো যায়, তা নিয়ে আইডিয়ার কর্মীরা চিন্তা করছিলেন। আমাদের দেশের মানুষের পিঠার প্রতি বড় ধরণের আকর্ষণ রয়েছে।

তাই স্বাদ, গন্ধ অটুট রেখে যদি পিঠার মধ্যেই ইমিউনিটি বাড়ানোর উপাদানগুলো যোগ করে দেওয়া যায়, তাহলে খাওয়ার মজার সাথে ইমিউনিটি বাড়ানোর কাজটাও সহজে হয়ে যায়। সে চিন্তা থেকেই পুষ্টিবিদদের পরামর্শ নিয়ে তিন ধরণের পিঠা তৈরি করছে আইডিয়া। যার মধ্যে থাকছে পিঠার অন্যান্য সাধারণ উপকরণের পাশাপাশি ডুমুর, কালোজিরা, আদা, রসুন, এলাচ, মেথি, লবঙ্গ, গোলমরিচ, চারুচিনি, আমলকি, তুলসি পাতা, সজিনার পাতা ও এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ ওয়েল। এসব উপাদানগুলো আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি আরও বহু ধরণের উপকার করে। প্রতি পিস পিঠার দাম রাখা হচ্ছে মাত্র ২০ টাকা, যা আইডিয়া যশোরের পিঠা পার্ক থেকে যে কেউ সংগ্রহ করতে পারবেন। এই পিঠা থেকে আইডিয়া কোন অর্থনৈতিক বেনিফিট পেলে সেটাও

মানুষের কল্যাণেই ব্যয় করা হবে।

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগের প্রভাষক শুভাশীষ দাস শুভ বলেন, প্রাচীনকাল থেকে প্রমাণিত যে নিয়মিত শরীর চর্চা ও সুষম খাবারের সাথে কিছু মসলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আইডিয়ার তৈরি ইমিউনিটি পিঠায় যে উপাদানগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলো খুব সহজেই ইমিউনিটি তৈরির কাজটা করবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ভারত নিয়ে প্রশ্ন, রেগে আগুন জয়া আহসান!

করোনা সংক্রমণের মাঝে গত সোমবার এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে বাংলাদেশে। বুড়িগঙ্গায় লঞ্চের ধাক্কায় আরেক লঞ্চডুবিতে এখন পর্যন্ত ৩৪ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ হৃদয়বিদারক ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন তারকা অভিনেত্রী জয়া আহসান।

জয়ার সে পোস্টে চাঁদ সুলতানা মিথিলা নামে একজন করেছেন অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য। কমেন্টে তিনি লিখেন, ‘ইন্ডিয়া থেকে পানি এসে দেশ ডুবিয়ে দিচ্ছে, সেটা নিয়া কিছু বলেন। আপনার প্রাণপ্রিয় দেশ দাদাদের দেশ নিয়া তো কিছু বলতে শুনলাম না। সারাদিন এত তাদের ভালো ভালো পোস্ট দেন এখন চুপ কেন?’ এছাড়া হিমালয় হিমু নামের একজন অশ্লীল ভাষায় জয়া ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার চেষ্টায় আছেন বলে মন্তব্য করেন। শোকাবহ একটি স্ট্যাটাসে এমন উদ্ভট মন্তব্য দেখে রেগে যান জয়া।

তিনি কমেন্টে লিখেন, ‘আচ্ছা!! ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার চেষ্টায় ছিলাম? তাই নাকি? আদৌ বাংলাদেশিরা নাগরিকত্ব পায় নাকি? আমি তো এত বছর সেখানে গিয়ে কাজ করছি, আবার চলে আসছি। আমিতো জানি ভারতীয়

সংবিধান অনুযায়ী ওখানে বাংলাদেশিরা নাগরিকত্ব পায় না। আমিতো চেষ্টাও করিনি কোনোদিন। কারণ আমি বাংলাদেশি হিসেবে গর্বিত। তাই অন্য কোনো দেশের নাগরিক হবার সেই চিন্তাটাও আমার মাথায় আসেনি।

তবে আপনার লেখাটা দেখে মনে হলো আপনি মনে হয় ভারতীয় নাগরিকত্ব নেবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই না? কিন্তু আফসোস!! হালে পানি পাননি। আর আম্ফানে পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে বড় স্ট্যাটাস ছিল? একটু পেছনে গিয়ে সেই পোস্ট টা দেখে নিন তো, ঠিক কটা লাইন লিখেছিলাম। হিমালয় হিমু নাম টা ব্যবহার করছেন। হুমায়ূন স্যার- এর লেখা এত প্রিয় একটা চরিত্র। তো সেই নাম ব্যবহার করে বাংলাতে এত কাঁচা হলে চলবে? একটু ভালো করে পড়াটা শিখতে হবে তো নাকি!!

‘আর চাঁদ সুলতানা মিথিলা, আমার মনে হয় শেষ লাইনটা পড়ে দেখেননি। মানেটাও বোঝেননি। তাছাড়া আমার লেখা আপনাকে পড়ার জন্য মাথার দায়ও কেউ দেয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। তো সানন্দে এগুলো ইগনোর করতে পারেন। আর যদি এতই লেখার ইচ্ছা হয় তো নিজের টাইমলাইন-এ লিখুন না।

আমাদের দেশের অসুবিধা নিয়ে, সমস্যা নিয়ে যত আমরা সোচ্চার হবো ততই তো আমাদের দেশের ভালো নাকি!! আমাকে গালাগালি বা বাজে কথা লিখে অনেক সুখ হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু এই কষ্ট টা একটু দেশের মঙ্গলের জন্য করলে ভালো হয়না? অন্তত ফেসবুক-এ লিখেও তো একজনের জন্য হলেও তো সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।’

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

চলে গেলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি এভারটন উইকস

ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি স্যার এভারটন উইকস গত বছরের জুনে হার্ট অ্যাটাক করেন। সেই থেকেই অসুস্থ ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বুধবার মৃত্যুর কাছে হার মানলেন তিনি। বারবাডোজে নিজ বাড়িতে মারা গেছেন ৯৫ বছর বয়সী সাবেক এই ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যান। খবরটি নিশ্চিত

করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

উইকস ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত ‘থ্রি ডব্লিউ’ এর শেষ জীবিত সদস্য। অন্য দু’জন স্যার ক্লাইড ওয়ালকট ও স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল। তারাও না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন অনেক আগেই। ১৯৪৮ সালের শুরুর দিকে তিন সপ্তাহের মধ্যে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল এ তিনজনের।

তিনজনের মধ্যে সেরা ব্যাটসম্যান ছিলেন উইকস। ১৯৪৮ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি সেঞ্চুরি করেছিলেন টানা পাঁচ টেস্ট ইনিংসে, যা এখনও বিশ্ব রেকর্ড হিসেবে টিকে আছে। এছাড়া ষষ্ঠ ইনিংসে আম্পায়ারের ভুলে ৯০ রানে রান আউট হয়েছিলেন তিনি।

টেস্টে উইকস এক হাজার রান ছুঁয়েছিলেন মাত্র ১২ ইনিংসে। এটিও হার্বার্ট সাটক্লিকের সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্ব রেকর্ড। সব মিলিয়ে ৪৮ টেস্টে ৫৮.৬১ গড়ে রান করেছেন ৪ হাজার ৪৫৫। ১৯৯৫ সালে পান ‘নাইটহুড’ উপাধি।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আওয়ামী লীগ নেতার জীবন নিয়ে খেললো পার্কভিউ হাসপাতাল, বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু

সাতদিন ধরে হার্টের চিকিৎসা নিয়ে সন্ধ্যায় হাসপাতাল ছেড়েছেন রোগী। রাতে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে সকালে আবার নিয়ে আসা হয় একই হাসপাতালে। কিন্তু দুই ঘণ্টা যাবৎ তারা রোগীকে ভর্তি নেয়নি। এক পর্যায়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগেই তার মৃত্যু হয়। তিনি হার্টের রোগী ছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর পার্ক ভিউ হাসপাতালে এমন ঘটনা ঘটেছে। এর আগেও তারা এই রোগীকে ভর্তি নেয়নি প্রথমে। পরবর্তীতে এক সাবেক ছাত্রনেতার হস্তক্ষেপে রোগী ভর্তি নেয় কর্তৃপক্ষ।

বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ হোসেন। তিনি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার শিকলবাহা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।
মোহাম্মদ হোসেনের ভাতিজা ইসহাক ইমন বলেন, ‘বুধবার সন্ধ্যায় আমার চাচাকে পার্কভিউ হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে যাই। রাতে ওনার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে আজ সকাল ৭ টার দিকে আবার পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিন্তু এবার তারা রোগী ভর্তি নেয়নি। দুই ঘণ্টা ধরে তারা রোগীকে দেখতেও আসেনি। এক পর্যায়ে ডাক্তার আশরাফ এসে বলে উনি করোনা সাসপেক্টেড। আইসিইউ লাগবে। এরপর বলে একবার ৪ তলায় যান, আবার বলে ৮ তলায় যান। এভাবে করতে করতে রোগী মারাই গেল।’

তিনি আরও বলেন, ‘এক সপ্তাহ আগেও তারা আমার চাচাকে ভর্তি নেয়নি। পরে নুরুল আজিম রনি ভাইয়ের হস্তক্ষেপে তারা ভর্তি নেয়।’

এ বিষয়ে মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি বলেন, ‘১৫ জুন বুকের ব্যথা নিয়ে এই রোগী উক্ত হাসপাতালে আসলে সিট না দেওয়ার অভিযোগ এনে রোগীর স্বজন আমাকে ফোন করেছিল। সেদিন আমি হাসপাতালের দায়িত্বরতদের সাথে ফোনে কথা বলে একপ্রকার জোর করে রোগীর সিট ম্যানেজ করে দিয়েছিলাম। এরপর এই রোগী সুস্থ হলে ২০ জুন বাড়ি চলে যায়। পরবর্তীতে ২৬ জুন পুনরায় অসুস্থ হলে এই রোগীকে আবারো পার্ক ভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার সন্ধ্যায় রোগীকে রিলিজ করলে আত্মীয়রা বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভোরে পুনরায় এই রোগী বুকের ব্যথা অনুভব করলে পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সকাল ৭টা থেকে দুই ঘণ্টা উক্ত রোগীকে ইমার্জেন্সিতে রাখলেও হার্টের কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। উল্টো বুধবার সন্ধ্যায় রিলিজ হওয়া এই হার্টের রোগীকে করোনা উপসর্গের রোগী বলে হাসপাতালের দায়িত্বরতরা চিকিৎসাদানে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে বুকের ব্যথায় কাতর এই রোগী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন।’

এ বিষয়ে জানতে সিএমপির উপ কমিশনার (উত্তর) বিজয় বসাক বলেন, ‘আমরা এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাইনি। স্বজনরা অভিযোগ করলে আমরা ব্যবস্থা নিব।’

পার্কভিউ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. রেজাউল করিমকে মুঠোফোনে কল দিয়েও পাওয়া যায়নি।

সূত্র: বিডি-প্রতিদিন

আলমডাঙ্গায় বাল্য বিয়ের হাত থেকে রেহাই পেল ফেরদৌসি

আলমডাঙ্গায় আবারও বাল্য বিয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে এক কিশোরী।

গতকাল বুধবার ভ্রাম্যমাণ আদালত বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দেন। এ সময় ১ হাজার টাকা জরিমানাও করে আদালত।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের নানবার গ্রামের মৃত কোরবান আলীর ১৫ বছরের মেয়ের সাথে পার্শ্ববর্তী ফুলবগাদি গ্রামের মৃত খলিল মন্ডলের ছেলে সহিদুলের বিয়ের দিন ধার্য হয়। ছেলে পক্ষ যথারীতি বরযাত্রী নিয়ে মেয়ে পক্ষের বাড়িতে এসে হাজির হয়।

বিয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে আলমডাঙ্গার সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ুন কবীর বিয়ে বাড়িতে পুলিশ নিয়ে উপস্থিত হন। মেয়ের অভিভাবক হিসেবে উপস্থিত থাকা করণে দুলাভাই কামরুল ইসলামকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হুমায়ুন কবীর।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে মেয়ে পক্ষ ও ছেলে পক্ষ উভয়ই বর-কনের উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত তারা আর বিয়ে দিবেন না বলে অঙ্গীকার করে। এ সময় আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন এসআই আমিনুল ইসলাম।

কুষ্টিয়ায় নতুন করে ৩০ জন করোনায় আক্রান্ত

কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজের পিসিআর ল্যাবে আজ জেলার ১২৬ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এরমধ্যে জেলায় আজ নতুন করে ৩০ জনকে আক্রান্ত বলে সনাক্ত করা হয়েছে।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরে ৯ জন, মিরপুরে ১ জন, সদরে ১৮ জন, কুমারখালীতে ১ জ্ন, খোকসায় ১ জন । (ফলোআপ সদর১, দৌলতপুর১, ভেড়ামারা১)
কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় আক্রান্ত ১৮ জনের ঠিকানা জুগিয়া ১জন, হাউজিং স্টেট ১ জন, পশ্চিম মজমপুর ২ জন, পুলিশ লাইন ১ জন, থানাপাড়া ১ জন, উত্তর আমলাপাড়া ১ জন, পূর্ব মজমপুর ২ জন, সিএসবি রোড, আমলাপাড়া ১ জন, এন এস রোড ১ জন, কাস্টমস মোড় ১ জন, চৌড়হাস ১ জন, বারখাদা ৪ জন ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ ১ জন।

মিরপুর উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা মালিহাদ। দৌলতপুর উপজেলায় আক্রান্ত ৯ জনের ঠিকানা দফাদারপাড়া ৪ জন, মহেশকুণ্ডি ৪ জন, আদাবাড়িয়া ১ জন। কুমারখালী উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা তারাপুর। খোকসা উপজেলায় আক্রান্ত ১ জনের ঠিকানা চড়পাড়া।

নতুন আক্রান্তের মধ্যে পুরুষ ১৯ জন, মহিলা ১১ জন। এই নিয়ে কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত ৬৫২ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হল।

সিভিল সার্জন ডা: এএইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম জানান, সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়েছেন মোট ২৫৭ জন, বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন ৩৬১ জন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৩৪ জন। এবং করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১১ জন।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষণের শিকার দশম শ্রেনির ছাত্রী

আলমডাঙ্গায় প্রেমের অভিনয় করে ঘুরতে নিয়ে গিয়ে দশম শ্রেনির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ধর্ষিতা গতকাল বুধবার (১ জুলাই) বিকালে থানায় এসে ওই যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে চাইলে মামলা নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছে ওই ছাত্রী।

তবে থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, “একজন কারো বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দিলেই তো মামলা হয় না। আগে খোঁজ-খবর

নিতে হয়। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে যদি ঘটনার সত্যতা পাই তাহলে মামলা নেওয়া হবে।”

ধর্ষিতার চাচাত ভাই সুজন জানান, আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনির ছাত্রীকে (ভোকেশনাল) প্রেম নিবেদন করে আসছিল পাশ্ববর্তী বন্দরভিটা গ্রামের মুন্নাফ আলীর ছেলে সুমন। সুমনের বোন ওই ছাত্রীর চাচাত ভাই বিপ্লবের স্ত্রী। আত্মীয়তার সুযোগে সুমন অবাধে তার দুলাভাই বিপ্লবের বাড়িতে আসা-যাওয়া করতো। বিপ্লব ও তার মা সুমনের সাথে প্রেমে উৎসাহিত করে তুলতো ওই ছাত্রীকে। এতে ছাত্রী কিছুতেই রাজি হয়নি।

সূত্র জানায়, ছাত্রীর অনিচ্ছায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব ও তার মা সুমনকে বাঁকা পথে পরিচালতি করে। গত ২৯ জুন সন্ধ্যার আগে ছাত্রীকে অনেক বুঝিয়ে সুমনের সাথে মোটরসাইকেলে মাঠের রাস্তায় ঘুরতে পাঠায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সুমন ছাত্রীকে নিয়ে পোলতাডাঙ্গা- মহেশপুর গ্রামের মাঝের নির্জন রাস্তায় নিয়ে যায়। মাঠের নির্জন জায়গায় গিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করিয়ে ছাত্রীকে শ্লীলতাহনির চেষ্টা করে। ছাত্রী বাঁধা দিলে তাকে মারধরও করা হয়। এ সময় জোর করে রাস্তার পাশের পাট ক্ষেতে ছাত্রীকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে সুমন।

নির্জন রাস্তায় মোটরসাইকেল দেখে পথচারী মহেশপুর গ্রামের আশকার ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। এ সময় পাশের পাট ক্ষেত থেকে মেয়ে কণ্ঠের কান্না শুনে ধরে ফেলেন আশকার। ধরা পড়ার পর সুমন আশকারকে মারধর করে দ্রুত মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে মোবাইল করলে আত্মীয়স্বজন এসে মাঠ থেকে ছাত্রীকে বাড়িতে নিয়ে যান।

সুজন আরো জানান, দু‘দিন ধরে বিপ্লব ও গ্রামের কয়েকজন লোক থানায় মামলা না করতে চাপাচাপি করতে থাকে। কিন্ত ছাত্রীটি দৃঢ় হয়ে গতকাল বুধবার বিকালের দিকে থানায় এসে হাজির হয়।